ভোরের কাগজ

তারিখ 30 NOV 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বিনা নোটিশে চাকরি হারিয়ে দিশেহারা সানাউল্লাহ মুবীন

শহীদুল ইসলাম বাচ্চু : তরুণ শিক্ষক সানাউল্লাহ আল মুবীন। কৃতী ছাত্র ছিলেন। বাংলা বিভাগে অনার্স-মাস্টার্স দুটোতেই সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট। নতুন চাকরিতে যোগদানের তিন দিন পর বিনা নোটিশে চাকরি হারিয়ে এখন দিশেহারা। সানাউল্লাহ মুবীনের সকরুণ জিজ্ঞাসা, 'কি আমার অপরাধ জানতে পারলাম না!'

সানাউল্লাহ মুবীন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পরিচালিত জরিনা মফজল সিটি করপোরেশন কলেজে গত ২৮ অক্টোবর বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। ১ নভেম্বর সিটি করপোরেশনের সচিব তাকে ডেকে নিয়ে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেন যে, তার (মুবীন) নিয়োগ আদেশ বাতিল করা হয়েছে। কারণ জানতে চাইলে সানাউল্লাহ মুবীন কোনো সন্তোষজনক জবাব পাননি।

বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, সানাউল্লাহ মুবীনকে নাকি বলা হয়েছে, 'ভুলবশত' তাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল! করপোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অস্বাভাবিক এই ভুলের শিকার মুবীন 'একূল-ওকূল' দুদল হারিয়ে বিভিন্ন স্থানে ধরনা দিচ্ছেন চাকরি ফিরে পাওয়ার জন্য। জানা যায়, এর আগে তিনি পশ্চিম পটিয়ার ফয়জুল বারী সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে চাকরি করতেন। জরিনা মফজল কলেজে যোগদানের জন্য তিনি নিয়মানুযায়ী সেই চাকরিটি ছেড়ে দিয়ে আসেন।

জরিনা মফজল কলেজ সম্প্রতি চালু হয়েছে। সানাউল্লাহ মুবীনসহ ১২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই নিয়োগ পান। নিয়োগপ্রাপ্তদের নাম স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাপাও হয়েছিল। মোট ৬১ জন চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে মুবীন লিখিত পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন বলে জানা গেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৯৩ সালে বিএ অনার্স ও ১৯৯৪ সালে এমএ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান পেয়ে উত্তীর্ণ হন।

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে সানাউল্লাহ মুবীন গত ১ ও ১৭ নভেম্বর দুবার সিটি মেয়র বরাবর আর্জি জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।